সত্যজিৎ রায়

প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু

ছবি : অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

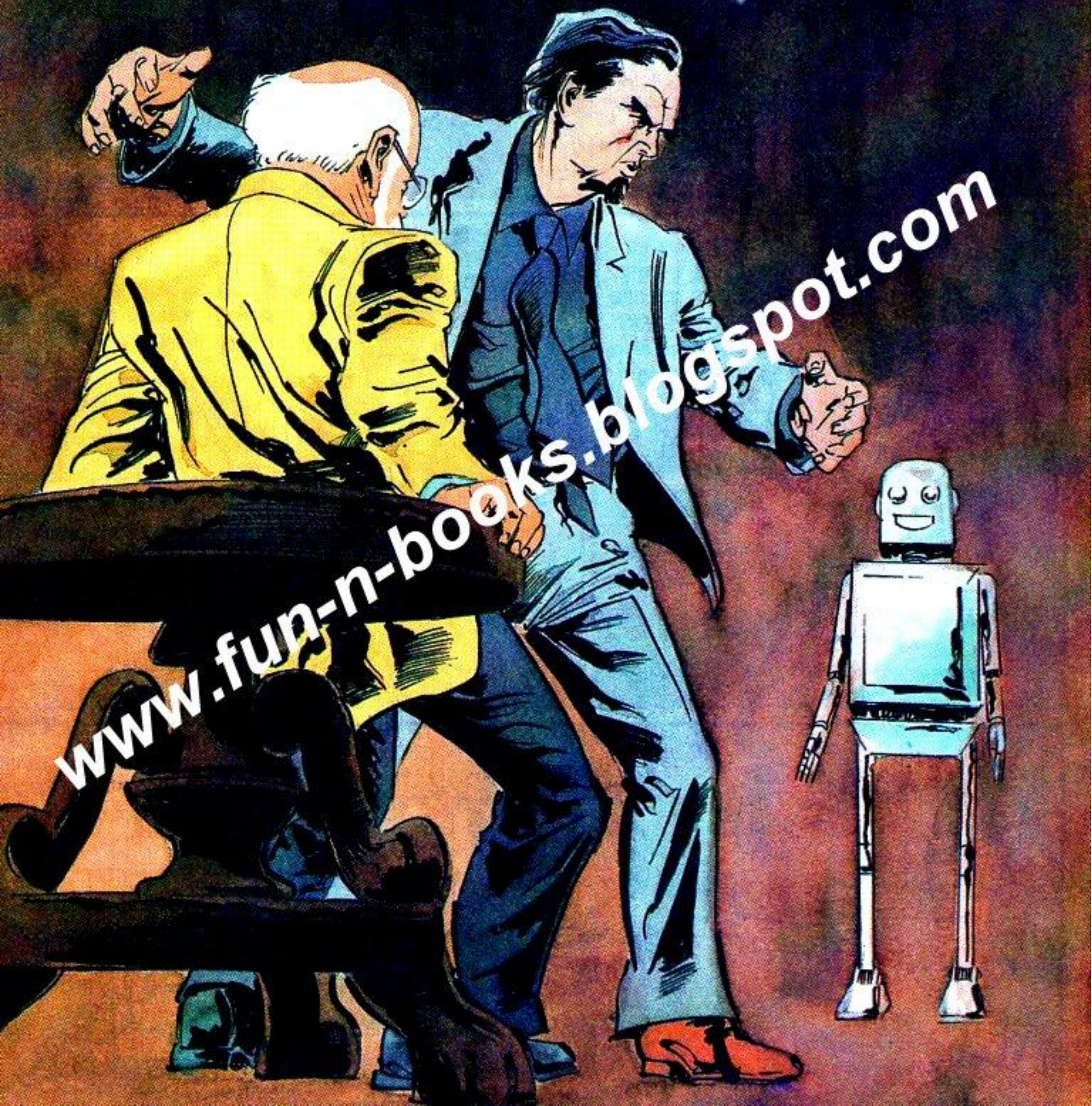

www.fun-n-books.blogspot.com

তোমার তৈরি রোবো বা যান্ত্রিক মানুষের কথা শুনে আমার আনন্দের চেয়ে বিস্ময় হচ্ছে বেশি।

রোবো নিয়ে তোমার গবেষণামূলক লেখা পড়ে আমার অনেক উপকার হয়েছে।

কিন্তু তোমার রোবো যদি সত্যিই তোমার বর্ননার মতো হয়ে থাকে তা হলে বলতেই হবে, আমার কীর্তিকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছ তুমি।

আমার বয়স হয়েছে, শরীর ভাল যাচ্ছে না। তাই ভারতবর্ষে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি যদি একটিবার তোমার রোবোকে নিয়ে আসতে পারো আমি শুধু খুশিই হব না, আমার উপকারও হবে।

এই হাইডেলবার্গেই আমার পরিচিত আর এক বৈজ্ঞানিক আছেন, ডক্টর বোর্গেল্ট। তিনিও রোবো নিয়ে কাজ করছেন, হয়ত তাঁর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিতে পারি।

তোমার একদিকের ভাড়ার ব্যবস্থা করে দেব। আমার এখানেই থাকবে, বলাই বাহুল্য।

আপনার চা।

ধন্যবাদ, রোবু।

পরের দিন

তিন মাস পরে সময় দিলেন। একেবারে মোক্ষা ল্যাবেটরিতে।

অ্যাঁই!

?

ওটা কী?....কলের গান...না এ তো দেখছি টিনের পুতুল।
ওকেই জিজ্ঞেস করুন না, ওর নাম রোবু।
রোবুস্কোপ?
আমার কাজ নিয়ে প্রতিবেশী অবিনাশবাবুর ঠাট্টা মাঝে মাঝে বরদাস্ত করা যায়না।
রোবুস্কোপ কেন হতে যাবে? ওর নাম রোবু, নাম ধরে জিজ্ঞেস করুন।
কী জানি বাবা, এ আপনার কী খেলা।
তুমি কী হে, রোবু?
আমি যান্ত্রিক মানুষ। প্রোফেসর শঙ্কুর
সহকারী।
অবিনাশবাবুর জন্য যেটা রাখা আছে নিয়ে এসো, রোবু।

নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।
অ্যাঁ... শেস ইট। এ তো দেখছি আপনার আসলা ফল।
ঘরে ঢুকে ভুলেই গেছি .... শুভ নববর্ষ .... আর ধন্যি আপনার মাথা। ধন্যি।
পুরনো এক প্রোগ্রামে রোবেন্টিকে দেখাচ্ছে। পাসার যার কথা বলল।
যান্ত্রিক মানুষ তৈরির ব্যাপারে জার্মানরা যা কৃতিত্ব দেখিয়েছে তেমন আর কোনও দেশে কেউ দেখায়নি।
খুব দেমাকি।
আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি। তবু যান্ত্রিক মানুষকে দিয়ে চাকরবাকরের কাজ বা মহাকাশ অভিযান সম্ভব হলেও, তাকে দিয়ে বুদ্ধির কাজ কোনওদিনও করানো যাবে না।

কম্পিউটারের জগতে রোবটরা মোৎসার্ট বাজাচ্ছে ত দূরের কথা, এখনও পর্যন্ত ..

কোনও বৈজ্ঞানিক তার রোবোকে দিয়ে বারো মাসের শিশুও যে সব কাজ অনায়াসে করাতে পারে তাও করাতে পারেনি।

হাইডেলবার্গ — ইউরোপের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

ভারতবর্ষের প্রতি জার্মানির একটা স্বাভাবিক টান আছে, জানো বোধহয়।

জানি।

তোমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির অনেক বই পড়েছি। ম্যাক্স-মুলার এসব বইয়ের চমৎকার অনুবাদ করেছেন। তাঁর কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী। তুমি একজন ভারতীয় হয়ে যে কাজ করেছ, তাতে আমাদের দেশেরও গৌরব বাড়ল।

?

এ যে দেখছি তুমি মাঠা, পেরেক আর স্টকিং প্লাস্টার দিয়েই সব জোড়ার কাজ সেরেছ।

তুমি বলছ এই রোবো কথা বলে, কাজ করে ?

পরীক্ষা করে দেখতে পারো। ওকেই জিজ্ঞেস করো।

Welche arbeit machst da ?

Leh helte meinam hern bei seinar arbeit, and lose mathematische probleme.

?

শঙ্কু, তুমি যা করেছ বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বোর্গেল্টের ঈর্ষা হবে।

ঈর্ষা?

ও কি নিজে বোমা তৈরি করেছে?

অনেকদিন থেকেই লেগে আছে, কিন্তু বোধহয় সফল হয়নি।

আগে তো শুনেছিলাম ওর মাথাটাই বিগড়ে গেছে। গত ছ'মাস ও বাড়ি থেকে বেরোয়নি। টেলিফোন করলে চাকর বলে বোর্গেল্ট অসুস্থ। ইদানিং আর ফোন-টোন করিনি।

বোর্গেল্টের কথা তোমাকে তো বলেছি। ও থাকে নেকার-এর ওপারে। আমার সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ ছিল। একই স্কুলে পড়েছি। বার্লিনে - আমি তিন বছরের সিনিয়ার ছিলাম। তারপর আমি হাইডেলবার্গে এসে ঢিগ্রি পড়ি। ও বার্লিনেই থেকে যায়। বছর দশেক হল এখানে এসে ওদের পৈতৃক বাড়িতে রয়েছে।

তবে তুমি আসছ সেকথা এখানকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে বলেছি। তাদের সঙ্গে তোমার দেখাই হবে। খবরের কাগজের লোকও কেউ কেউ জেনে থাকতে পারে। বোর্গেল্টের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল।
আমি পৃথিবীর অনেক রোবই নিজে দেখেছি। কিন্তু তাদের কোনওটাই এত সহজে তৈরি হয়নি। আর এমন স্পষ্ট কথাও বলতে পারে না।
ও কিন্তু অঙ্কও করতে পারে। যে-কোনও অঙ্ক দিয়ে তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পারো।
বল কী ?
$\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \lfloor n / a^{n+1}$
এ একেবারে তাজ্জব কাণ্ড। শাবাশ তোমার প্রতিভা।

রোবু কি মানুষের মতো অনুভব করতে পারে?

না – ও জিনিসটা ও পারে না।

আর কিছু না হোক, তোমার ব্রেনের সঙ্গে ওর যদি একটা সংযোগ থাকত তা হলে খুব ভাল হত। অন্তত তোমার একজন নির্ভরযোগ্য সাথী হতে পারত। আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। একটা যান্ত্রিক মানুষকে...

....কী করে একটা বদ্ধ – মাংসের মানুষের মনের কথা বোঝানো যায়।... অনেক দূর এগিয়েও ছিলাম। কিন্তু তারপর বুড়ো হয়ে গেলাম।

ব্রেনটা ঠিকই ছিল, কিন্তু হৃদরোগে কাবু করে দিল।

আমি রোবুর কাজে দিব্যি খুশি আছি। ও যতটুকু করে তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কৃত্রিম বুদ্ধি আবিষ্কার করতে গিয়ে মিশ্র ফল পাওয়া গিয়েছিল। গোড়ার দিকে ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে, কিছুটা আশা দেখা গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, ২০০০ সাল নাগাদ ট্রানজিস্টার সার্কিট ও মাইক্রোপ্রসেসর মানুষের মস্তিষ্কের অবিকল প্রতিরূপ তৈরি করতে পারবে। কিন্তু এখন এই ভবিষ্যদ্বাণীর সময়সীমা কয়েক দশক, এমনকী, কয়েক শতাব্দীও বাড়িয়ে দিতে পারি।
কিন্তু আমরা যা দেখলাম তাও কম বিস্ময়কর নয়। মানুষের মস্তিষ্কের হাজার কোটি নিউরন আরও অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। মানুষের বোধবুদ্ধি আগে যা ভাবা গিয়েছিল তার চেয়েও বেশি জটিল।
টং
টং
টং
টং
টং
টং
টং
টং
দশটা বাজল।
গুটে নাখ্‌ট, হের প্রোফেসর পমার। গুটে নাখ্‌ট। হের প্রোফেসর শঙ্কু।
গুটে নাখ্‌ট রোবু!
ঘট.
টক.
ঘট.
টং

আজ শহরটা একটু ঘুরে দেখাব তোমায়। কাল ইউনিভার্সিটির দিকটায় যাওয়া যাবে।

সে কী, বোর্গেল্ট এসেছে দেখছি।

হা, হের প্রোফেসর শঙ্কু।

কই বোর্গেল্ট, তোমাকে দেখে তো লম্বা অসুখ থেকে উঠেছ বলে মোটেই বোঝা হচ্ছে না-বরং মনে হচ্ছে চেঞ্জে গিয়ে শরীর সারিয়ে এসেছ।

অসুখ বললে লোকে উপোসটা কম করে।

ব্যস্ত আছি বললে লোকের কৌতূহলটা বেড়ে যায়। ফোন করে জানতে চায় ব্যস্ততার কারণ কী। বুঝতেই পারছ কারণটা সবসময় বলা যায় না।

তা যায় না। ড্রিঙ্কস?

ছেড়ে দিয়েছি। আমার সময়ও কম।

আজকের কাগজে রোবো-সহ প্রোফেসর শঙ্কুর আসার কথা পড়লাম। তাই খবর না দিয়েই সটান চলে এলাম। আশা করি কিছু মনে করোনি।

না, না।

তুমি বোধহয় আমার যন্ত্রটা দেখতে চাও।

সেইজন্যেই তো আসা। তুমি কী ভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করলে সেটা জানার একটা আগ্রহ হচ্ছে।

তুমি বোধহয় চেহারাটার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দাওনি। আমার মনে হয় এ জিনিস-টাকে যান্ত্রিক মানুষ না বলে কেবল যন্ত্র বলাই ভাল- তাই নয় কী ?
আমি কাজের ওপরই জোরটা দিয়েছি বেশি- সেটা ঠিক।
....ও!
তোমার রোবো ভাল অঙ্ক করতে পারে শুনেছি।
টেস্ট করবে !?
দুইয়ে-দুইয়ে কত হয় ?
চার!
এত জোরে ত ও কথা বলে না!

অঙ্ক ছাড়া আর কী জানে ও ?
এত জ্ঞান তোমার যন্ত্রের ?
তোমার বিষয়ে ওর অনেক তথ্য জানা আছে। জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।
বেশ, বলো ত হে রোবু আমার নামটি কী ?

দেখি ত এটা ঘুরিয়ে কিছু হয় কি না!
ওটায় যে একটা বড় রকম ডিফেক্ট রয়ে গেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
যাই হোক, অঙ্কটা ভালই জানে। কাল বিকেলে ওটাকে নিয়ে একবার আমার বাড়িতে গেলে আমি সারিয়ে দিতে পারব বলে মনে হয়। তোমাদের দুজনেরই নেমন্তন্ন রইল।

আমার কাছে ব্যাপারটা ভারী আশ্চর্য লাগছে। এসো ত দেখা যাক, ও এখন আবার ঠিকমতো কথা বলে কিনা।

আমি কে রোবু?

প্রোফেসর পমার।

এবার গিয়ে ওই চেয়ারটায় বসো ত রোবু।

ওই প্রশ্নের মুহূর্তে সাময়িক কোনও গণ্ডগোল হয়েছিল। এ ব্যাপারে দায়ী করতে হলে আমাকেই করতে হয়। তার আর কী দোষ?

গুড।

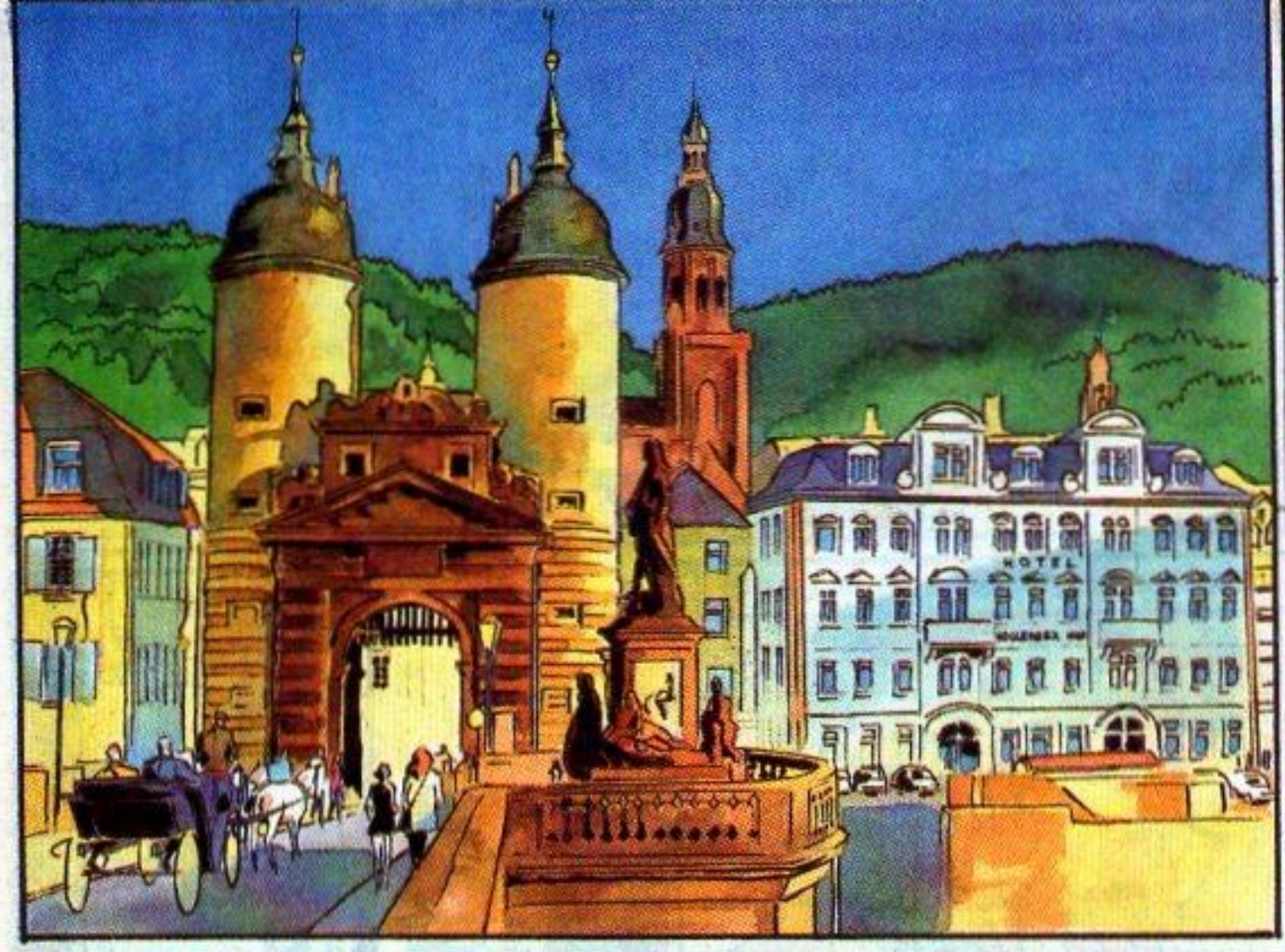

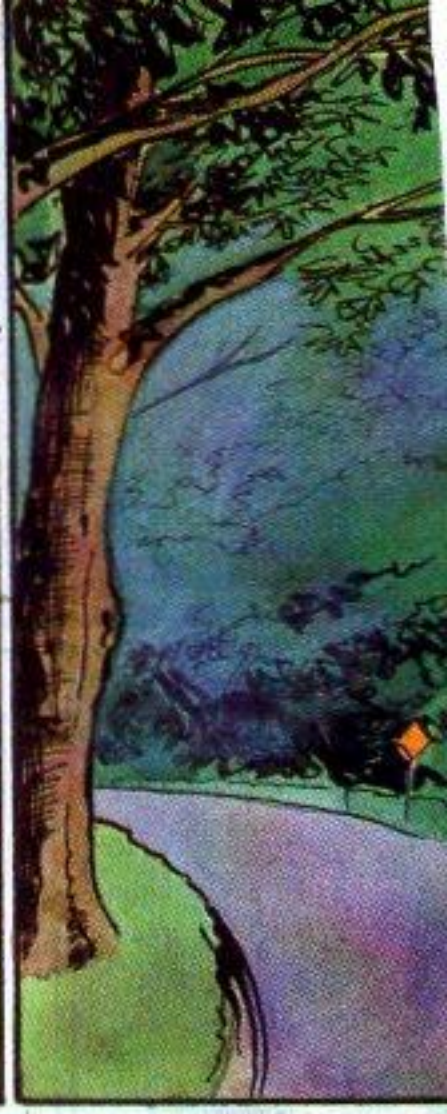

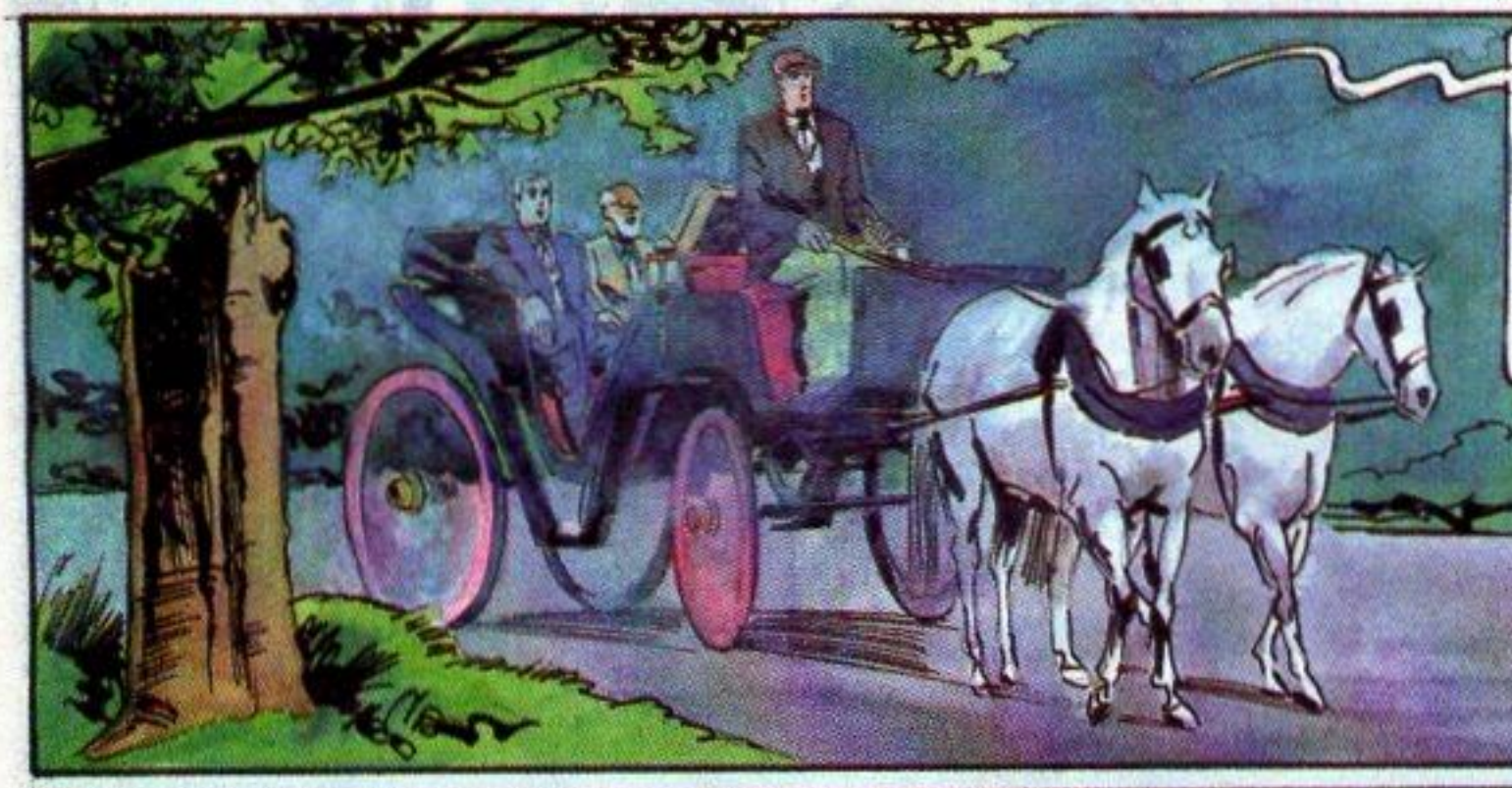

বোর্গেন্টের পূর্বপুরুষরা ছিল
একজন- নাম জুলিয়াস
ব্যারন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো
মানুষকে জ্যান্ত করতে গিয়ে
রহস্যময়ভাবে প্রাণ হারান।
এ ছাড়া দু-একজন উন্মাদ পুরুষদের কথা শোনা যায়, যারা নাকি বেশির ভাগ জীবনই পাগলা গারদে কাটিয়েছিল।

এসো, এসো। তোমরা আসায় আমি ভারী খুশি হয়েছি।

কী ঠাণ্ডা হাত!

লাইব্রেরিতে গিয়ে রাখো।

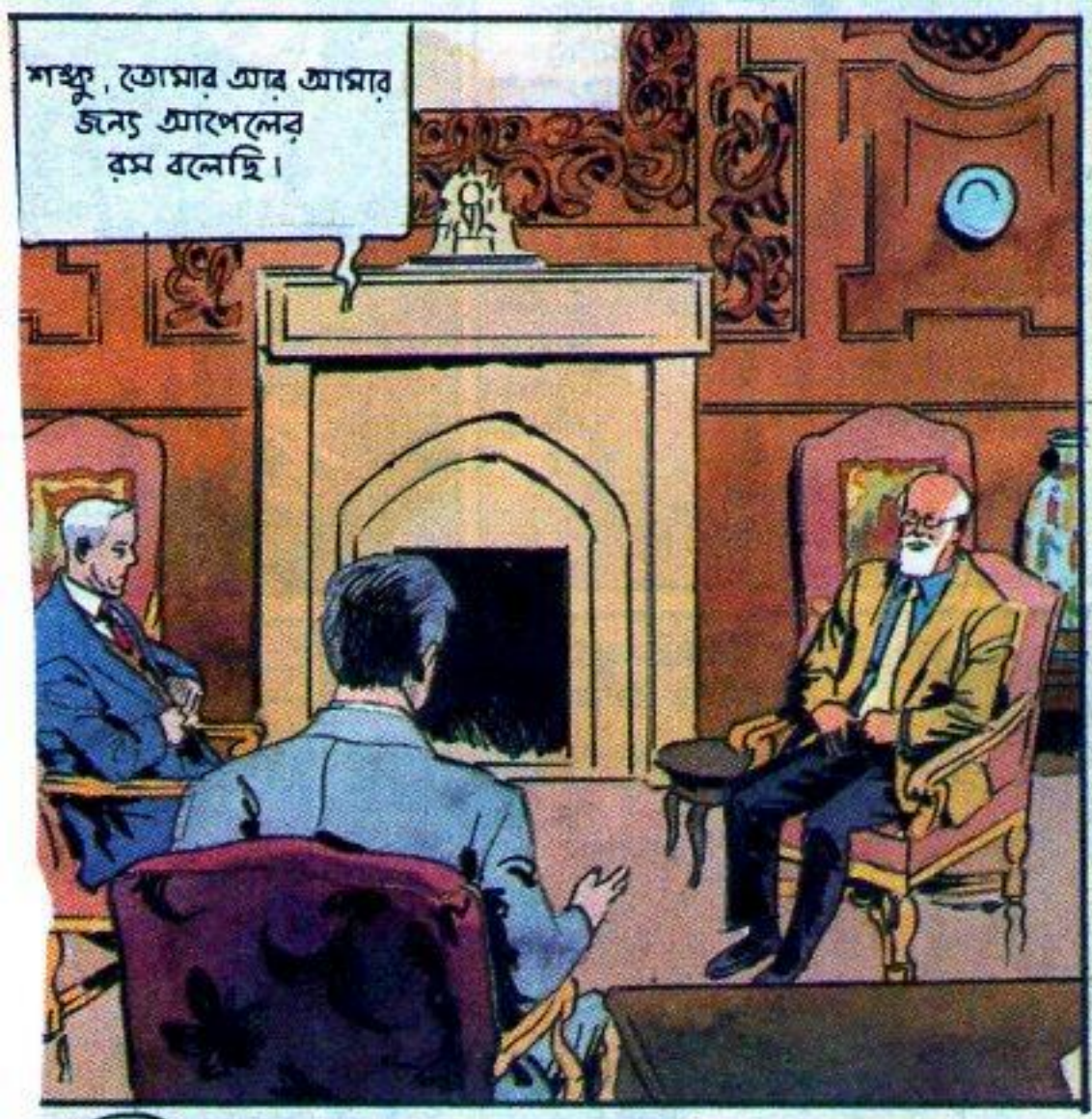
শঙ্কু, তোমার আর আমার জন্য আপেলের রস বলেছি।

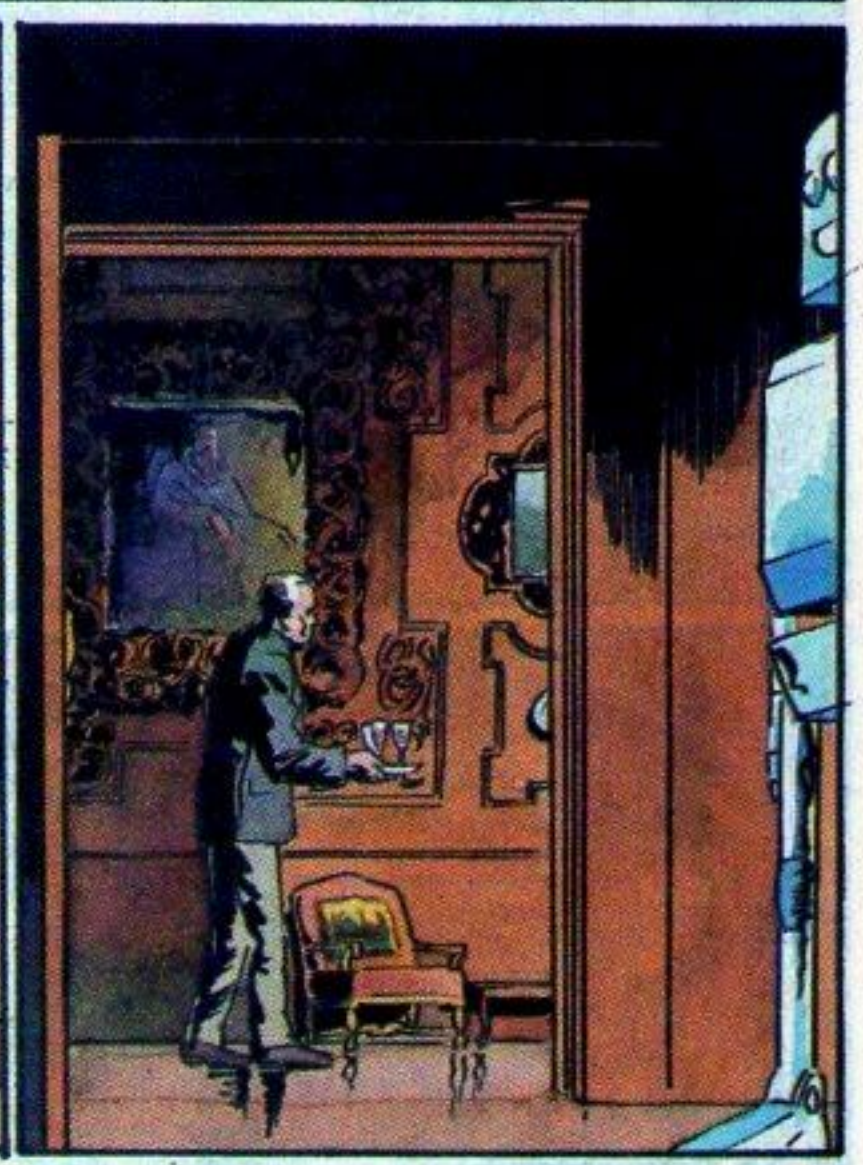

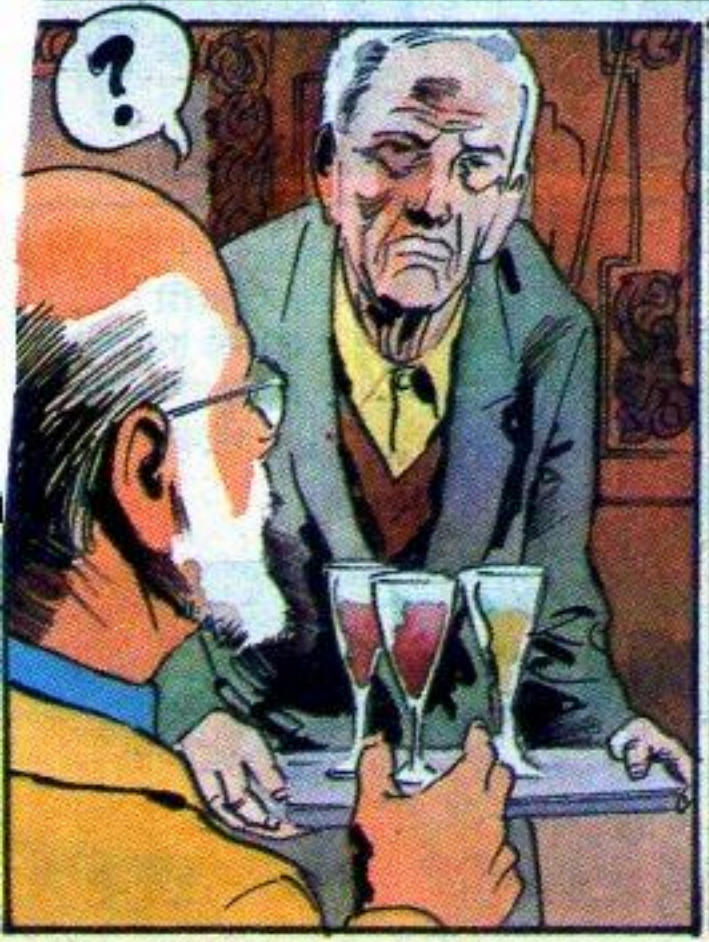
?

কুডি আমার জন্মের আগে থেকেই এ-বাড়িতে আছে। ওরা তিন পুরুষ ধরে এ-বাড়িতে কাজ করছে।

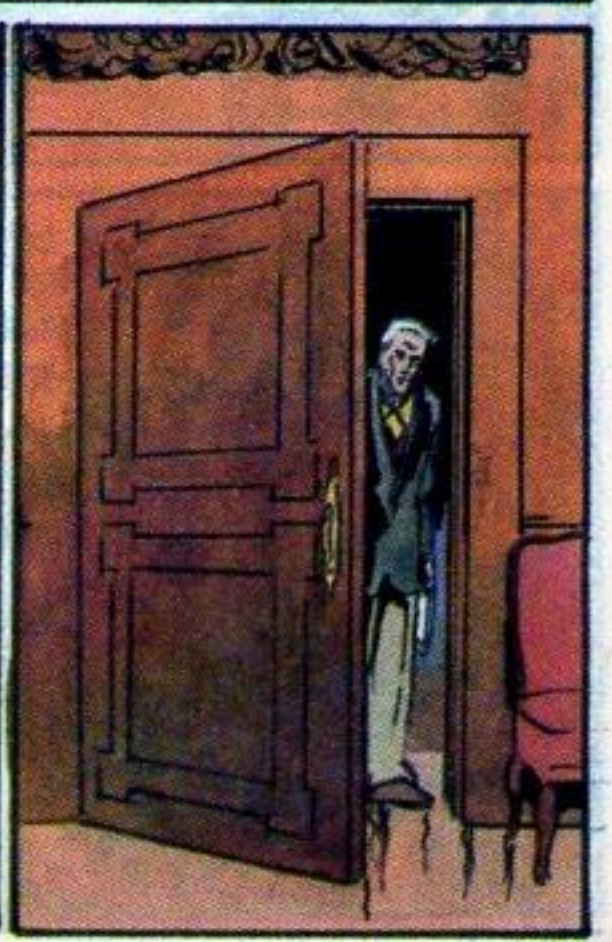

টু দ্য ফিউচার অব রোবোটিক!
প্রোফেসর পমারের ফোন।
?
বাড়ির সব লাইন খুলে রেখেছি। শুধু প্যাসেজের ফোনটা চালু আছে।
প্রোফেসর শঙ্কু, আজ পঞ্চাশ বছর ধরে বৈজ্ঞানিকেরা যান্ত্রিক মানুষ নিয়ে গবেষণা করছে... এ-নিয়ে কিছু কাজ আমিও করেছি তা জান বোধহয়।
জানি। আমি তোমার কিছু লেখাও পড়েছি।

আমি শেষ লেখা লিখেছি দশ বছর আগে। আমার আসল গবেষণা শুরু হয়েছে সেই লেখার পর, যে-বিষয়ে একটি তথ্যও আমি কোথাও প্রকাশ করিনি।
দুম
দুম
শব্দটা নীচ থেকে আসছে।
নীচের তলা থেকে আসছে। পমার এত দেরি করছে কেন? কার সঙ্গে ফোনে কথা বলছে?
পমারের ফোনটা বোধহয় জরুরি।
?

তোমার রোবোটা আমাকে বিক্রি করবে?

সে কী কথা! কেন বলো ত?

আমার ওটা দরকার। কারণ শুধু একটাই, আমার রোবো অসৎ করতে পারেনা। অথচ ওটার আমার বিশেষ প্রয়োজন।

তোমার রোবো কি এখানে আছে?

হুঁম.... আমার রোবোর মতো রোবো আজ পর্যন্ত কেউ তৈরি করতে পারেনি। আমি গটফ্রিড বোর্গেল্ট - যা সৃষ্টি করেছি তার তুলনা নেই।... শুধু ওই একটা গুণের অভাব।

ওটাই তো আমার রোবুর কৃতিত্ব।

মাপ করো বোর্গেল্ট। ওকে আমি বেচতে পারব না। সত্যি বলতে কি, তুমি যখন এত বড় বৈজ্ঞানিক...

...তখন আর একটু পরিশ্রম করলে তুমি নিজেই করতে পারবে না কেন?

তার কারন সবাই সব কিছু পারে না। এটাই পৃথিবীর নিয়ম।
চেষ্টা করলে যে পারি তা আমিও জানি, কারন আমার অসাধ্য কিছু নেই। কিন্তু সময় কম।
আমার বাড়ি দেনার দায়ে বাঁধা পড়ে আছে। কোটি কোটি মার্ক খরচ করেছি আমি বেবের পেছনে। কিন্তু ওই একটা গুণের অভাবে ওটা নিখুঁত হয়নি। তোমারটা পেলে লোকে বলবে, হঁ্যা, বোর্গেন্ট যা করেছে তার বেশি কিছু করা মানুষের সাধ্য নয়।
আমার সিন্দুকে কিছু সোনার গেল্ড আছে চারশো বছরের পুরনো। সে গেল্ড আমি তোমাকে দেব। তুমি বোবোটা বিক্রি করে দাও।
সোনার লোভ দেখাচ্ছে ...

... আমাকে ?

www.fun-n-books.blogspot.com

লোড জিনিসটা যে কতকাল আগে জয় করেছি, তা ত আর তুমি জানো না। বোর্গেল্ট।

তোমার কথাবার্তার সুর আমার ভাল লাগছে না, বোর্গেল্ট। সোনা কেন – হিরের খনি দিলেও আমার রোবুকে বিক্রি করব না।

তা হলে আর তুমি কোনও রাস্তা রাখলে না আমার জন্য।

প্রাণ সৃষ্টি করার চেয়ে প্রাণ ধ্বংস করা কত সহজ সেটা তুমি জানো না, শঙ্কু।

... একটি মাত্র ইলেকট্রিক শক। কত ভোল্টের জন্য? তোমার রোবু জানতে পারে। শক দেওয়ার পন্থাটিও সহজ।

পমারের সঙ্গে বোর্গেল্ট ষড় করে আমার সর্বনাশ করতে চলেছে। ...আমি নিশ্চিত।
খ্যাট
টিং
কোথায় পালাবে শঙ্কু ?
আমার গায়ে শক-রোধি করা কার্বোথিনের গেঞ্জি আছে।...কিন্তু গায়ের জোরে এই জার্মানের সঙ্গে পারব কী করে ?...রোবু..

অ্যাঁ ম ম

দরজা খোলো - শঙ্খু,

দরজা খোলো!

কী ব্যাপার ?

কোনও সন্দেহ নেই ইনিই আসল বৈজ্ঞানিক গট্‌ফ্রিড বোর্গেল্ট।

বোবু ঠিক সময়ে না এলে .....

সেদিন রাতে বোবুর মাথায় আমারই আবিষ্কৃত একটা যন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম ... ফলে তার সঙ্গে তোমার মনের একটা টেলিপ্যাথিক যোগ হয়ে গিয়েছিল।

যান্ত্রিক মানুষ যন্ত্রের সঙ্গে হওয়াই ভাল। একে আমি এত আমার সঙ্গে করে ফেলেছিলাম ....ও আমাকে আর সহ্য করতে পারল না। ব্রেন জিনিসটার গতিগতি কি আর মানুষে স্থির করতে পারে...ওর বাঁধন খুলে দিতেই আমাকে...

... বন্দি করে ফেলল। আমাকে মারেনি...ও জানত বিগড়ে গেলে আমি ছাড়া ওর গতি নেই।

কৃতি সবই জানত — কিন্তু ভয়ে কিছু করতে পারছিল না। ফোনের ধাপ্পাটা ওরই কারসাজি। ...দুজনে গিয়ে বেসমেন্টের দরজা ভেঙে বোর্গেন্টকে বার করি।

আমরা বুঝিনি। ও ঠিক বুঝেছিল। যন্ত্রই যন্ত্রকে চেনে ভাল।

রোবু সেদিন বোর্গেন্টের নাম কেন বলেনি বুঝতে পারছ?

যে আসলে বোর্গেন্ট নয় তার নাম বোর্গেন্ট ও কী করে বলবে?